তারিখ ... 25/11/79 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দীর্ঘকাল যাবৎ দেশে একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী জানাইয়া আসিতেছিলেন। এই গণদাবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকরতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এই ঘোষণাকে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ইসলামী মহল বিপুলভাবে অভিনন্দিত করিয়াছে।

বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এখানে ইসলামী শিক্ষার প্রসার, ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এবং তাহাদের জীবন ও সমাজব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন দেখিতে চাহে।

দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ইসলামী আদর্শে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। জাতির ভবিষ্য বংশধরদিগকে উন্নত ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার নিমিত্ত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য। আমরা আশা করি, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণকরতঃ জাতির সত্যিকার কল্যাণের পথ অবারিত করিয়া দেওয়া হইবে।

জানিতে পারিলাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নাকি যশোহর কুষ্টিয়া সীমান্তে স্থান নির্ধারণ করা হইয়াছে। আমি এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। কেননা ইসলামী শিক্ষার সহিত যাহারা সরাসরি জড়িত সেই আলিমওলামা, পীরমাশায়েক, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সকলেই পাকিস্তানী শাসনামল হইতে এ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-মহানগরী বা ইহার উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী জানাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই যুক্তিভিত্তিক ও ন্যায়সঙ্গ দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অন্য কোন স্থানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচন সমীচীন হইবে না।

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। ইহা সকল এলাকার লোকদেরই কেন্দ্র। এখানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইলে তাহাতে সকলেই খুশী হইবে। কোন আঞ্চলিকতার প্রশ্ন এখানে থাকিবে না, যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের এখানে বিশেষ সুবিধা হইবে। অতএব, এইসব দিক বিবেচনা করিয়া এবং দেশের সকল এলাকার ধর্মপ্রাণ লোকদের অনুভূতি ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানী ঢাকা অথবা উহার উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা করা হউক।

—মওলানা শাহ আবু জাফর মুহম্মদ সালেহ, পীর সাহেব, শর্ষিনা, বরিশাল।

[২]

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হইয়া গেল। ভাসানীর অন্যান্য স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্ন ছিল—সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

মওলানা সাহেব নিজের জন্য কিছুই করেন নাই—করিয়াছেন এ দেশবাসীর জন্য। ধর্মীয় নেতা শিক্ষাব্রতী, রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবক হিসাবে মওলানা সাহেব আজীবন অন্যের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন। যাহারা মওলানা সাহেবের সান্নিধ্যে আসিয়াছেন দেখা গিয়াছে স্বার্থ উদ্ধারের পর তাঁহারা বেমালুম মওলানা সাহেবকে ভুলিয়া গিয়াছেন। অনেক সময় বিরোধিতাও করিয়াছেন। মওলানা সাহেবকে যাঁহারা চেনেন, জানেন, তাঁহারাই এ নির্মম সত্যের সাক্ষী। তাহা না হইলে আজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান লইয়া বিতর্ক উঠিত না। সন্তোষকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হিসাবে মানিয়া নিতেন।

সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই জানেন, মওলানা ভাসানীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় এবং সর্বশেষ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত স্বনির্ভর জাতীয় কমিটির চতুর্থ সভায় প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমান সাহেব স্পষ্ট আশ্বাস দিয়াছেন—সন্তোষেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। আমরা আশা করি, প্রেসিডেণ্টের এ প্রতিশ্রুতি শীঘ্রই বাস্তব রূপ গ্রহণ করিবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মওলানা সাহেব সন্তোষে বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সরকার প্রকারান্তরে সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দিয়াছেন। পূবালী ব্যাঙ্ক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ মাঝে মাঝে আর্থিক অনুদান, নির্মাণকাজের জন্য রড, সিমেন্টের বরাদ্দ, বিশালকায় কয়েকটি পুকুর ও তাহার জন্য মৎস্য বিভাগীয় অফিসার নিয়োগ, একটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এসব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে চলিতেছে। প্রায় ৮০ একর খাস জমি সরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করিয়াছেন। বাকী শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং স্বীকৃতি। পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং কিছু শিক্ষক নিয়োগ করিয়া বর্তমানেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস চালু করা সম্ভব। আপাততঃ কোন ভবন নির্মাণেরও প্রয়োজন হইবে না।

আমরা আশা করি, আপামর দেশবাসীর ইচ্ছানুযায়ী অবিলম্বে মজলুম জননেতার স্বপ্নসাধ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সন্তোষে স্থাপন করিয়া সকল তিক্ততার অবসান ঘটান হউক।

—বদি-উজ-জামান ও রাফিকা বেগম, ঢাকা।